পাথরঘাটায় অস্তিত্বহীন ৫ মাদ্রাসা জাতীয়করণ

‘নেই ছাত্রছাত্রী, শিক্ষা উপকরণ ও ভবন’ ।। ‘শুধু কাগজে-কলমে চলছে এসব প্রতিষ্ঠান’

ইমরান হোসাইন, পাথরঘাটা (বরগুনা)
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১২:০০ এএম

দেশের সব স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসা পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। মাদ্রাসাগুলোর প্রথম ধাপের জাতীয়করণের আওতায় বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলায় পাঁচটি এবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জাতীয়করণের তালিকায় থাকা এ পাঁচ মাদ্রাসা নিয়ে আমাদের সময়ের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। প্রতিষ্ঠানগুলোয় ভাঙাচোরা একটি টিনের ঘর ছাড়া কোনোটিতেই নেই ছাত্রছাত্রী, নেই শিক্ষা উপকরণ; এমনকি নেই ক্লাস নেওয়ার মতো ভবনও। শুধু কাগজে-কলমে চলছে এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম।

পাথরঘাটায় যে পাঁচটি মাদ্রাসা জাতীয়করণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেগুলো হলো- পাথরঘাটার চরদুয়ানীর গাববাড়ীয়া হাফেজিয়া স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসা, পাথরঘাটা সদরের উত্তর হাতেমপুর স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসা, কালমেঘার

লাকুরতলা রশিদিয়া স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসা, কাকচিড়ার পশ্চিম কাটাখালী স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসা, রায়হানপুর ইসলামিয়া স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসা।

সরেজমিন গত (১৩ ও ১৪ আগস্ট) মাদ্রাসাগুলো ঘুরে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে নেই কোনো স্থায়ী ভবন, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষা উপকরণ বা পাঠদানের কার্যক্রম। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের এলাকাবাসীর অধিকাংশ মানুষই চেনেন না। স্থানীয় একজন অভিভাবক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন- 'আমাদের এলাকায় মাদ্রাসার নাম আছে, কিন্তু এখানে কোনো ক্লাস হয় না। আমার বাচ্চা প্রাইমারি স্কুলে পড়ে, মাদ্রাসার শিক্ষকরা তাদের শিক্ষার্থীর তালিকায় আমার বাচ্চার নাম রেখেছে। মাদ্রাসা শুধু কাগজে-কলমে ঠিক আছে, কিন্তু বাস্তবে কিছু নেই। তিনি বলেন, মাঝেমধ্যে দুয়েকজন শিক্ষক আসতে দেখা যায়, কিছুক্ষণ থেকে তারা আবার চলে যান।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ভুয়া নথিপত্র বানিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাব খাটিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোয় শিক্ষার্থী ও শিক্ষক তালিকা কাগজে তৈরি করে তাতে ভুয়া স্বাক্ষর সংযুক্ত করা হয়েছে। দুর্নীতিবাজরা তদারকি কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করে পরিদর্শন রিপোর্টে ইতিবাচক মন্তব্য করে নেয়। শিক্ষার্থীর তালিকায় যে নামগুলো রয়েছে, সেগুলোর অধিকাংশই কাল্পনিক বা অন্য স্কুলের ছাত্রছাত্রীর নাম। স্থানীয়দের কাছে মাদ্রাসার অস্তিত্ব অজানা; কেবল সরকারি নথিতে এর নাম রয়েছে। জাতীয়করণকৃত মাদ্রাসার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষক বেতন, অবকাঠামো উন্নয়ন, ও শিক্ষা উপকরণ বাবদ লাখ লাখ টাকা বরাদ্দ হয়। কিন্তু এই টাকা কাগজে-কলমে খরচ দেখিয়ে আত্মসাৎ হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

পাথরঘাটা উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক মীর্জা শহীদুল ইসলাম খালেদ আমাদের সময়কে বলেন, 'এসব প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের আগে সরকারের মাঠপর্যায়ে কঠোরভাবে যাচাই-বাছাই করা উচিত ছিল।

পাথরঘাটা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিজানুর রহমান আমাদের সময়কে বলেন, 'স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত সরকারের। এটি কেবল জাতীয়করণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এগুলো চূড়ান্ত যাচাইবাছাইয়ে সরকারিভাবে আমাদের কাছে তথ্য চাইলে মাঠপর্যায়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।